সূচিপত্র

নিয়তের বিশুদ্ধতা ১৩

উদ্দেশ্যের সততা ও একনিষ্ঠতা ১৩

ঈমানিয়াত ১৮

যে সব বিষয়ে ঈমান আনা জরুরী ১৮

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার তাৎপর্য ২০

ঈমানের পূর্ণতা লাভের উপায় ২৪

ঈমানের প্রকৃত স্বাদ কখন পাওয়া যায়? ২৪

রাসূলের প্রতি ঈমান আনার তাৎপর্য ২৫

সর্বোত্তম কথা ও সর্বোত্তম আদর্শ ২৫

কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করা রাসূলের সুন্নাত ২৫

দুনিয়া ত্যাগ তথা বৈরাগ্যবাদ রাসূলের নীতি নয় ২৬

আল্লাহ ভীতির প্রকৃত পরিচয় ২৭

ইহুদী ও খৃষ্টানদের অনুসরণের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী ২৮

প্রকৃত ঈমানের দাবী ২৯

ঈমানের মাপকাঠি ২৯

আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসার প্রকৃতস্বরূপ ৩০

রাসূল-প্রীতির ঝুঁকি ৩১

কোরআন শরীফের ওপর ঈমান আনার তাৎপর্য ৩২

কোরআনের বিষয়সমূহ ৩৩

তাকদীরের প্রতি ঈমান আনার তাৎপর্য ৩৫

আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরণা লাভ ৩৫

তাকদীরের অর্থ ৩৬

তাকদীর আগে থেকেই নির্ধারিত ৩৭

"যদি এমন হতো" বলা অনুচিত ৩৮

আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার তাৎপর্য ৩৯

কেয়ামতের আযাব থেকে মুক্তি ৩৯

পৃথিবীর সাক্ষ্য ৪১
আল্লাহর সামনে উপস্থিতি ৪১
মোনাফেকীর ভয়াবহ পরিণাম ৪২
হিসাব সহজ করার দোয়া ৪৫
কেয়ামত মুমিনের জন্য হালকা হবে ৪৫
মুমিনের কল্পনাতীত পুরস্কার ৪৬
বেহেশতের একটুখানি জায়গাও মূল্যবান ৪৬
দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-দুখের তুলনা ৪৭
জান্নাত ও জাহান্নামের আসল পার্থক্য ৪৮
জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে সচেতনতা ৪৮
বিদয়াতকারী হাউযে কাউসারের পানি পাবে না ৪৯
রাসূলের শাফায়াত পাওয়ার শর্ত ৫০
কেয়ামতের দিন আত্মীয়তার বন্ধন নিষ্ফল ৫১
রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাতের ভয়াবহ পরিণাম ৫২
এবাদত ৫৫
নামাযের গুরুত্ব ৫৫
নামায দ্বারা গুনাহ মোচন হয় ৫৫
নামায দ্বারা গুনাহ মোচনের শর্ত ৫৭
মুনাফিকের নামায ৫৮
ফজর ও আসরের নামাযের জামায়াতে ফেরেশতাদের অংশগ্রহণ ৫৯
নামাযের হেফাযত ছাড়া দ্বীনের হেফাযত অসম্ভব ৬০
কেয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়ায় আশ্রয় পাবে যারা ৬০
লোক দেখানো এবাদত শিরকের শামিল ৬১
জামায়াতে নামায পড়ার গুরুত্ব ও মর্যাদা ৬২
বিনা ওযরে জামায়াত ত্যাগ করলে নামায কবুল হয় না ৬৪
মসজিদে জামায়াতে নামায পড়া বিধিবদ্ধ সুন্নাত ৬৫
ইমামতি ৬৬
ইমাম ও মুয়ায্যিনের দায়িত্ব ৬৬
জামায়াতবদ্ধ নামায সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত ৬৭
ইমামের কিরাত সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্চনীয় ৬৮

যাকাত, ছদকায়ে ফেতের, ওশর ৭১
যাকাত দারিদ্র্য দূর করার কার্যকর উপায় ৭১
যাকাত আদায় না করার শাস্তি ৭১
যাকাত না দিলে ধনসম্পদ ধ্বংস হয়ে যায় ৭২
ফেতরার দু'টো উদ্দেশ্য ৭৩
ওশর বা ফসলের যাকাত ৭৩
রোযা ৭৪
রমযান মাসের ফযীলত ৭৪
রোযা ও তারাবীর প্রতিদান গুনাহ মুক্তি ৭৫
রোযার নৈতিক শিক্ষা ৭৬
রোযাদারের পক্ষে রোযার সুপারিশ ৭৬
পাপাচার ত্যাগ না করলে রোযা নিষ্ফল উপবাসে পরিণত হয় ৭৭
নামায, রোযা ও যাকাত গুনাহের কাফফারা ৭৮
রোযার ব্যাপারে রিয়া থেকে হুশিয়ারী ৭৮
সাহ্‌রীর বরকত ৭৯
তাড়াতাড়ি ইফতার করার আদেশ ৭৯
মুসাফিরের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি ৭৯
নফল এবাদতে বাড়াবাড়ি ভালো নয় ৮০
ইতিকাফ ৮৪
ইতিকাফ কয় দিন? ৮৪
রমযানের শেষ দশ দিনে রাসূলের ব্যস্ততার চিত্র ৮৪
হজ্জ ৮৫
হজ্জ একটি ফরয এবাদত ৮৫
হজ্জ মানুষকে নিষ্পাপ করে ৮৫
জেহাদের পর হজ্জ সর্বোত্তম এবাদত ৮৬
হজ্জ ফরয হলে তা দ্রুত আদায় করা উচিত ৮৬
সামর্থবান লোকদের হজ্জ না করার কঠোর পরিণতি ৮৭
হজ্জের সফর শুরুর সাথে সাথেই হজ্জ শুরু ৮৭

মোয়ামালাত (লেনদেন) ৮৮
নিজের হাতে জীবিকা উপার্জনের ফযীলত ৮৮
হারাম জীবিকা উপার্জন করলে দোয়া কবুল হয় না ৮৮
হালাল হারামের বাছবিচার ৮৯
হারাম সম্পদ জাহান্নামের পাথেয় ৮৯
চিত্র শিল্পীর আযাব অবধারিত ৯০
ব্যবসায়-বাণিজ্য ৯২
হাতের কাজ থেকে উপার্জিত অর্থ সর্বাধিক পবিত্র ৯২
ক্রয় বিক্রয়ে উদার আচরণের তাগিদ ৯২
সৎ ব্যবসায়ীর উচ্চ মর্যাদা ৯২
সততা ব্যতীত ব্যবসায়ী পাপী গণ্য হবে ৯৩
বেশী কসম খাওয়ায় ব্যবসায়ের বরকত নষ্ট হয় ৯৩
মিথ্যে শপথকারী ব্যবসায়ীর সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না ৯৪
ব্যবসায়ীদের দান-ছদকার মাধ্যমে ভুলত্রুটির কাফফারা দেয়া উচিত ৯৫
মাফ ও ওজনে সতর্কতা ৯৫
মজুদদারী মহাপাপ ৯৬
মজুদদার অভিশপ্ত ৯৬
মজুদদার আল্লাহর নিকৃষ্ট বান্দা ৯৭
পণ্যের ত্রুটি ক্রেতাকে জানাতে হবে ৯৭
ধার-কর্জ ৯৮
ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে সদয় ব্যবহার ৯৮
ঋণ মাফ করে দেয়ার বিরাট সওয়াব ৯৮
ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুযোগ দানের সুফল ৯৮
অন্যের ঋণ পরিশোধ করে দেয়ার সওয়াব ৯৯
ঋণ থেকে শহীদেরও রেহাই নেই ১০০
ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব ও গড়িমসির ওপর নিষেধাজ্ঞা ১০০
সর্বোত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করা ১০০
ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে তালবাহানা করা যুলুম ১০১
ঋণ পরিশোধের নিয়ত থাকলে আল্লাহ তা পরিশোধ করে দেবেন ১০১

গ্রন্থকারের ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيْ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালার একটা শাশ্বত নিয়ম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। সেই নিয়মটি হলো, যে ব্যক্তি হেদায়াতের জন্য উদগ্রীব হয়, পোষণ করে তীব্র পিপাসা, আগ্রহ ও অস্থিরতা, আল্লাহ্ তাকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করেন। আর যার ভেতরে হেদায়াতের পিপাসা নেই, তাকে তিনি কখনো হেদায়াত দান করেন না।

কোন বাবা তার সন্তানের সাথে এবং স্নেহময় শিক্ষক স্বীয় অধ্যবসায়ী শিষ্যের সাথে যে ধরনের আচরণ করে থাকে, আল্লাহ তায়ালা তার হেদায়াত প্রত্যাশী বান্দার সাথে ঠিক তদ্রূপ আচরণ করে থাকেন। আল্লাহ তাকে হেদায়াতের পথে তুলে দিয়েই শুধু ক্ষান্ত থাকেন না, বরং তাকে অব্যাহতভাবে নিজের দিকে টানতে থাকেন এবং সামনে এগিয়ে নিতে থাকেন। পক্ষান্তরে যার ভেতরে হেদায়াত লাভের কোন আকাঙ্ক্ষা বা কামনা-বাসনা নেই, আল্লাহ তার কোন ধার ধারেন না। তার ব্যাপারে আল্লাহ বেপরোয়া হয়ে যান। তাকে ছেড়ে দেন, যে পথে ইচ্ছা চলুক এবং যে গর্তে ইচ্ছা পড়ুক।

পবিত্র কোরআন মানব জাতিকে সঠিক ও নির্ভুল পথ দেখানোর জন্য নাযিল হয়েছে। সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার তীব্র বাসনা, অদম্য ইচ্ছা ও প্রবল পিপাসা যে পোষণ করে, একমাত্র সেই তা থেকে আলো পেয়ে থাকেন। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের সুপথ প্রাপ্তি ও আত্মশুদ্ধির জন্য নয়, বরং নিছক বাড়তি জ্ঞান অর্জনের খাতিরে এটি অধ্যয়ন করে, সে কোরআন থেকে কোন পথনির্দেশনা পায় না। রাসূলের (সা) হাদীসের বেলায়ও এ কথাটা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নিয়তের বিশুদ্ধতা

উদ্দেশ্যের সততা ও একনিষ্ঠতা

١- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّانَوٰى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلٰى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَّتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلٰى مَاهَاجَرَ إِلَيْهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১. "হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন : নিয়ত বা উদ্দেশ্যের উপরই সব কাজ নির্ভরশীল। মানুষ যা নিয়ত করে, তাই পায়। যেমন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, তার হিজরতই হবে প্রকৃত হিজরত। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন স্বার্থ অর্জন কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, তার হিজরত পরিগণিত হবে দুনিয়ার জন্য কিংবা সংশ্লিষ্ট নারীর জন্য কৃত হিজরত হিসাবে।" (বোখারী, মুসলিম)

মানুষের চিন্তা ও কর্মের পরিশুদ্ধি ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। রাসূল (সা)-এর এ হাদীসের মর্ম এই যে, যে কোন সৎ কাজই করা হোক না কেন, তা কী উদ্দেশ্যে ও কোন নিয়তে করা হয়েছে, তার ভিত্তিতেই তার পরিণাম ও প্রতিদান নির্ণিত হবে। যদি উদ্দেশ্য সৎ থেকে থাকে, তবে তার সওয়াব পাওয়া যাবে, নচেত সওয়াব পাওয়া যাবে না। কোন কাজ দেখতে যতই পুণ্যের কাজ মনে হোক, আখেরাতে তার প্রতিদান

কেবল তখনই পাওয়া যাবে, যখন তা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে করা হবে। এই কাজের পেছনে যদি কোন দুনিয়াবী স্বার্থসিদ্ধির ইচ্ছা কার্যকর থেকে থাকে, যদি তা কোন পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে করা হয়ে থাকে, তবে পরকালের বাজারে তার কোন দাম থাকবে না। সেখানেই ঐ কাজ অচল মুদ্রা হিসাবে গণ্য হবে। এ কথাটাকে তিনি হিজরতের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। হিজরত কত বড় ত্যাগ ও পুণ্যের কাজ, মানুষে নিজের ঘরবাড়ী, সহায়-সম্পদ ও জন্মভূমি চিরদিনের জন্য ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু এত বড় ত্যাগ ও পুণ্যের এই কাজটিও আদৌ পুণ্যের কাজ হিসাবেই গৃহীত হবে না এবং এ কাজের কোন সওয়াবই পাওয়া যাবে না যদি মানুষ তা আল্লাহ ও রাসূলের জন্য না করে। বরং নিছক নিজের দুনিয়াবী স্বার্থ ও সুবিধা লাভের জন্য করে। এতে বরঞ্চ সে প্রতারণা ও ধোকাবাজির দায়ে অভিযুক্ত হবে। কারণ সে নিজেকে আল্লাহর জন্য হিজরতকারী হিসাবে চিহ্নিত করে মুসলমানদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধোকা দিয়ে পার্থিব সুযোগ সুবিধা যথা খাদ্য ও আশ্রয় ইত্যাদি লাভ করেছে। অথচ আসলে সে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হিজরত করেনি।

٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ لَايَنْظُرُ إِلٰى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ إِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. (مسلم)

২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তোমাদের আকৃতি, চেহারা ও ধনসম্পদ দেখবেন না। তিনি দেখবেন তোমাদের মন ও আমলকে। (মুসলিম)

٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ - إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهٖ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ فَمَاعَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُّقَالَ جَرِيْءٌ فَقَدْ قِيْلَ - ثُمَّ أُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ